জীবনী গ্রন্থ : 'চৈতন্যভাগবত'

ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বাংলার নবজাগরণ ঘটেছিল। এই নবজাগরণে বাঙালির জাতীয় জীবন, তার ধর্মবোধ, বিশ্বাস - আচার আচরণে আমূল বদল ঘটে। চৈতন্যদেব প্রদর্শিত পথে তাঁর জীবনচর্চাই চৈতন্যসংস্কৃতি নামে পরিচিত, বৈষ্ণবীয় সাহিত্য, অন্যান্য সাহিত্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাব, পদাবলী কীর্তন, নাম সংকীর্তন, অনুবাদ রীতিতে 'জয় রাধে', 'গৌর নিতাই' ইত্যাদির প্রয়োগ চৈতন্যসংস্কৃতির পরিচায়ক। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের বাল্যশিক্ষা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলের ছাত্র ছিলেন। গঙ্গাদাস তাঁকে 'সর্বশিষ্যশ্রেষ্ঠ' মনে করতেন।

ব্যাকরণ তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। অলংকার [illegible] শাস্ত্রেও দখল ছিল। বিদ্যাচর্চায় তিনি অন্যের [illegible] শিরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হতেন। নবদ্বীপে মুকুন্দ প্রমুখ পণ্ডিতদের তিনি পরাস্ত করতেন। [illegible] প্রভৃতি [illegible] তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে [illegible] চৈতন্যদেবকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেন।

'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে ইতিহাস চেতনার সমাজের পরিচয়। ষোড়শ শতকে পাঠান শাসনে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, হিন্দুধর্মে বর্ণবৈষম্য, চৈতন্যের

কাজিদলন, ভক্তদের উদ্ধার, বিভিন্ন সম্প্রদায় বৈষ্ণবদের বিতাড়ন, ইসলাম ও অন্যদের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন।

বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থটির পূর্বে নাম ছিল 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'; সমকালে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হওয়ায় নাম সাদৃশ্যের কারণে মায়ের নির্দেশে নাম পরি-বর্তন করে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' রাখা হয়, মতান্তরে ভাগবতের আদর্শ ও লীলাবর্ণনায় বৃন্দাবনের চৈতন্যমঙ্গল গৃহীত হওয়ায় বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহান্তদের নির্দেশে নামবদলে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' রাখা হয়।

চৈতন্য জীবনী গ্রন্থের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এ নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। তবে আধুনিক জীবনীগ্রন্থের নৈর্ব্যক্তিক-তা, কালানুক্রমিকতা, বাস্তব জীবনের তথ্য নির্ভরতার প্রতি [illegible] দায়বদ্ধতা বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ কাব্যের মধ্যে দেখা যায় না। তবে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে তথ্য ও বাস্তব জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা অনেকখানি ধরা পড়েছে। চৈতন্য পার্ষদ নিত্যানন্দ-গদাধরের মুখে চৈতন্যের জীবনকথা শুনে চৈতন্যভাগবত রচিত হয়, কিন্তু চৈতন্য নীলাচ-লে গমনকালের সেইসময়ের কোনো তথ্যই তাঁরা দিতে পারেননি। চৈতন্যের উত্তর জীবনের লীলা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে॥

Scanned by CamScanner